দ্বিতীয় প্রবাস - ১৪

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

জন্মদিনের অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত স্থান হলৈদায়ীনন এর ঠুনচতনৈ হলে আমরা যখন এসে পৌঁছলাম তখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। সুপরিসর এবং সুসজ্জিত হলটিতে প্রায় দুইশত লোকের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা ঢুকতেই যে মেয়েটির জন্মদিন উদযাপিত হচ্ছে তার এক খালা এসে আমাদের স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত সমাদরের সাথে আমাদেরকে নিয়ে স্থানীয় 'গণ্যমান্য' বাংলাদেশীদের সাথে বসালেন। বোঝা গেল যে বন্ধু মাহমুদ হাসান এই কমিউনিটির একজন অত্যন্ত সন্মানিত ব্যক্তি। অনুষ্ঠান শুরু হতে তখনো কিছু সময় বাকী। ঘোষকের অনুরোধে আমরা সবাই াপপতেসিরে নিয়ে খেতে শুরু করলাম। টেবিলে তখন তুমুল আলোচনা চলছে; বিষয়বস্তু লেবাননে ইসরায়েলি হামলা থেকে শুরু করে বিশ্ববেহায়া এরশাদের বি এন পিতে যোগদান পর্যন্ত বিস্তৃত। কে যে কোন দলের অনুসারী তা ঠিক না বুঝলেও তাদের আগামাথাহীন 'জ্ঞানগর্ভ' আলোচনা থেকে ক'য়েকটা বিষয় খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল। যেমন, হিজবুল্লাহ ইসরায়েল আর আমেরিকার নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছে; মুসলিম উম্মাহ এবং ইসলামের মংগলের জন্য বিভিন্ন আরব দেশের রাজতন্ত্রের পতন হওয়া উচিত; যারা ইবলিশ দেখতে চান তারা নিজামী, মুজাহিদী কিংবা দেলওয়ার হোসেন সাইদির ছবি দেখে নিতে পারেন; আমাদের ম্যাট্রিক ফেল প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুরো পরিবার বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আর দূর্নীতি পরায়ণ পরিবার; শেখ হাসিনা তার মুখ বন্ধ রাখলে আওয়ামী লীগের বেশী উপকার হতো; অর্থমন্ত্রী সায়ফুর রহমানের মুখ আসলে একটা গারবাগে দুমপ, মুখ খুললেই দুর্গন্ধ বের হয়; বি এন পির মন্ত্রী মওদুদ আসলে 'মরদুদ' (অভিশপ্ত) এবং এমনি ধারা আরো অনেক কিছু। যদিও বিভিন্ন ধরণের এই মন্তব্যগুলোর অনেকগুলোই খুব একটা মিথ্যে নয়, তবু এ ধরণের অনুষ্ঠানে এ জাতীয় আলোচনা কখনো আমার পছন্দনীয় নয়। আর তাই আমার কাছে শ্রোতা হিসেবেই বসে বসে াপপতেসিরে গুলোর সদ্ব্যবহার করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হোল। আমি আর সে আলাপে আর অংশ নিলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হলো। উঁচু একটি মঞ্চে সিংহাসনের মতো একটি আসনে যে মেয়েটির জন্মদিন তাকে বসানো হলো। মেয়েটি দেখতে ভারী মিষ্টি, মুখে তার চেয়েও মিষ্টি একটি একটি হাসি লেগে আছে। তবে সম্ভবতঃ ভারী লেহেঙ্গা এবং মাথায় মুকুট পরার জন্য তাকে বেশ জবুথবু বৌ বৌ লাগছিলো। ঘোষকের আহ্বানে মেয়েটির মা মঞ্চে এলেন এবং একটি মঙ্গলদীপ জ্বেলে মেয়েকে আশীর্বাদ করে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। তারপর এলেন মেয়েটির বাবা। তিনিও একটি মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে মেয়েকে আশীর্বানী জানিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। এরপর একে একে মেয়েটির আরো

চৌদ্দজন ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন মন্ত্রে এসে আরো চৌদ্দটি দীপ জ্বালিয়ে মেয়েটিকে শুভাশীস জানালেন। মন্ত্রে তখন মোট ষোলটি মঙ্গলদীপ - মেয়েটির ষোড়শ জন্মদিনের সূচক। তারপর 'হাপপয় বরিতডদায় তৈ য়ুঁ' গানের মাধ্যমে জন্মদিনের জন্য আনা বিশাল এক কেক কাটার মাধ্যমে বিশেষ অনুষ্ঠানটি শেষ হলো আর সমবেত অতিথি অভ্যাগতদের রাতের খাবার নেবার জন্য আমন্ত্রন জানানো হলো।

অনুষ্ঠান থেকে বাসায় ফেরার পথে গাড়িতে বসে এ ধরণের আনুষ্ঠানিকতার যৌক্তিকতা নিয়ে ভাবছিলাম। আমার সুদীর্ঘ প্রবাস জীবনে আমি আমার অনেক বন্ধু এবং পরিচিত জনকেই বলতে শুনেছি আমরা গরীব দেশের লোক; এ ধরণের অনুষ্ঠানে টাকা পয়সা খরচ না করে তা দেশে গরীব আত্মীয় স্বজনদের কল্যাণে পাঠিয়ে দেয়া উচিত। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে বেড়াতে আসা মন্ত্রি, রাজনৈতিক নেতা আর আমলারা প্রবাসীদের উপদেশ দিয়ে বলেন দেশের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব রয়েছে, আপনারা দেশে বিনিয়োগ করুন। বাঙ্গালীদের অনেকেই বিদেশে এসে নিজেদের মেধা, মনন এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন; হয়েছেন অঢেল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী। তারা নিজেদের সন্তান সন্ততির অন্নপ্রাশন, জন্মদিন কিংবা বিয়েতে যদি ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন সেটা কি খুব দোষের কিছু? বাংলাদেশে যারা রাজনীতি নামক ব্যবসার সাথে জড়িত; যারা দেশের মন্ত্রি, আমলা, সাংসদ কিংবা তাদের স্বজন এবং চামচা; যারা দেশের ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী; যারা ঋণখেলাপী, সুবেশধারী চোর এবং ডাকাত; যারা সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এবং জনগণকে ঠকিয়ে টাকার পাহাড় গড়েছেন, তারা তো সে গরীব দেশটির বুকের উপর বসেই তাদের পারিবারিক কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে খোলামকুচির মতো টাকাপয়সা ওড়ান। কয়েক বছর আগে এক মন্ত্রিতো তার মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যাংকক থেকে ফুল পর্যন্ত আনিয়েছিলেন। সেটা যদি দোষের না হয় তাহলে অভিবাসী বাংগালীদের ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান করা দোষের হবে কেন?

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)